Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

৪৭ বর্ষ ৭ সংখ্যা ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, সোমবার, ২৮ মাঘ, ১৪৩০

নিরাপদ সর্দারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মিছিল ও বিক্ষোভ জেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক নিরাপদ সর্দারকে সাজানো মামলায় গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে তীব্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। এদিন বড় বড় মিছিল, রাস্তা অবরোধ, থানায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন মানুষ। তাঁদের দাবী অবিলম্বে নিরাপদ সর্দারের মুক্তি ও জমি চোর এবং মহিলাদের উপর নৃশংস অত্যাচারী তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতারের দাবিতে সোচ্চার ছিল মানুষ। এদিন বর্ধমান শহরে সি আই টি ইউ এরিয়া কমিটি ১ ও ২'র পক্ষ থেকে বিশাল মিছিল করা হয়েছে।

এদিন সি আই টি ইউ বর্ধমান শহর ২ এরিয়া সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে সন্দেশখালি জুড়ে সাধারণ মানুষের উপর তৃণমূল ও পুলিশ প্রশাসনের অত্যাচার বন্ধের দাবিতে, মিথ্যা মামলায় আটক সন্দেশখালির প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দার'র মুক্তির দাবিতে পার্বতী শাখার মাঠ থেকে বর্ধমান সদর থানা পর্যন্ত একটি প্রতিবাদী মিছিল সংগঠিত হয়। সেখানে পুরোভাগে ছিলেন সুদীপ্ত গুপ্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। মিছিলের শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ'র নেতা দীপঙ্কর দে। অন্যদিকে একই কর্মসূচীতে সি আই টি ইউ বর্ধমান -১ এরিয়া কমিটির আহ্বানে খেতমজুর আন্দোলনের নেতার মুক্তির দাবীতে সোচ্চার ছিল মানুষ। এদিন বাদাম তলার সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে শেষ হয় পার্কসারোড মোড়ে। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন গণআন্দোলনের নেতা তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জি, নজরুল ইসলাম, সুপর্ণা ব্যানার্জি প্রমুখ। পাশাপাশি এদিন একই দাবীতে বর্ধমান শহরের কার্জনগেটের সামনে রাস্তা অবরোধ করে এস এফ আই ও ডি ওয়াই এফ আই। সেখানে রাস্তা অবরোধ কর্মসূচীতে ছিলে, অনির্বান রায়চৌধুরী সহ ছাত্র-যুব নেতৃত্ব।

আজ গলসী বাজার সংলগ্ন একটি বড় জলাশয়ের পাড়ে সন্দেশখালিতে মা-মেয়েদের উপর নারকীয় অত্যাচারের ঘটনার বিরুদ্ধে, অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের জন বিরোধী

—এরপর চারের পাতায়

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কর্মীসভাগুলি চলছে জেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১১ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৪: সিপিআই(এম) গলসী ২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে ৫ ফেব্রুয়ারি গলসীতে সি পি আই (এম) কর্মীদের নিয়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।সভার বিষয় ছিল 'আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পার্টিকর্মীদের দায়িত্ব'। এই সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন ও জেলা কমিটির সদস্য সাইদুল হক। বক্তারা দেশের ও রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্য করেন এবং জন জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক জাফর আলী। অনুরূপ একটি সভা হয় সিপিআইএম গলসী ১-নং এরিয়া কমিটির ডাকে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় বুদবুদ বাইপাসের ধারে একটি হলে। বক্তা ছিলেন জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন ও জেলা কমিটির সদস্য সাইদুল হক। সভাপতিত্ব করেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক হারাধন ঘোষ।প্রতিটি মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সেই মানুষদের নিয়েই গড়তে হবে শক্তিশালী বুথ কমিটি। সিপিআইএমের পূর্বস্থলী ২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে পূর্বস্থলী কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় বলেন বক্তারা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সাধারণ সভা পরিচালনা করেন প্রদীপ কুমার সাহা। বক্তব্য রাখেন তাপস চ্যাটার্জি, বিনকাশিম সেখ প্রমুখ।

কালনায় ঋণগ্রস্থ কৃষক আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা ১১ ফেব্রুয়ারি : প্রকৃতি, আবহাওয়া, পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূল না হওয়ায় চাষ করে লাভ হচ্ছে না কৃষকদের। তাই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন কালনা ২ ব্লকের বাদলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিমলা গ্রামের শশীকান্ত সাঁতরা (৪৮)। কিন্তু সেই ঋণ কোনোভাবেই পরিশোধ করার উপায় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মহননের পথ বেছে নেন বলে জানান তার নিকট আত্মীয়রা। মৃতের বড় ছেলে সুব্রত সাঁতরা জানান-- বাবা অপরের বিঘা চারেক জমি ঠিকা নিয়ে চাষ করতেন। এই কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঋণ করে ফেলেছিলেন। এমনকি একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়েছিলেন, সেই সংস্থাকে মাসে ২০০০ টাকা করে কিস্তি দিতে হতো। এই কিস্তি দিতেও বাজার থেকে বাবাকে ঋণ করতে হতো। ঋণ করতে করতে বাবা ঋণে ডুবে গিয়েছিলেন। জমিতে আলু ও শসা লাগানো আছে। নিম্নচাপে বৃষ্টিতে আলু নষ্ট হয়েছে। শসার অবস্থা একই। তাই হতাশায় বাবা ১০ ফেব্রুয়ারি দুপুরে স্নান করতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মা খোঁজাখুঁজির পর শসার জমিতে গিয়ে বাবার অচৈতন্য দেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে তাকেপ্রথমে চাগ্রাম পরে কালনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সারা ভারত কৃষক সভার পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি শুকুল শিকদারের বক্তব্য --- রাজ্য ও কেন্দ্র কোন সরকারই কৃষকের পাশে নেই।

এস এফ আই-এর বিক্ষোভ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমান : ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেট ঘোষণা করেছে। এই বাজেটে শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন খাতে ব্যয়বরাদ্দ কমেছে। যা আগামী দিনে ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার স্তরে বিপত্তি হয়ে দেখা দেবে। আজ ভারতের ছাত্র ফেডারেশন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি , ছাত্র স্বার্থ বিরোধী বাজেট বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সভা করা হয়। সভায় কেন্দ্রীয় বাজেটের কপি পোড়ানো হয় এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছাত্র বিরোধী নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ও এই বাজেটকে কেন্দ্র করে পোষ্টারিং ক্যাম্পিনিং করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য দিব্যেন্দু নন্দী জেলা কমিটির সদস্য রানা দাস, সন্দীপ মন্ডল, অয়ন মন্ডল সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

এবিটিএ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব সংবাদতাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : এদিন বিকাল ৫টায় আমোদ বিহারী বসু ভবনে এ বি টি এ এর ১০৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হলো। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শশধর মিস্ত্রি। স্বাগত ভাষণ দেন জেলা সম্পাদক শিবশঙ্কর সাহা। সমিতির ইতিহাস আলোচনা করেন রাজ্য সভাপতি সুদীপ্ত গুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন নবীন-প্রবীণ অসংখ্য শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীরা।

কালনায় পরিবহণ কর্মীদের জেলা কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : আগামী ৫ মার্চ পরিবহণ ধর্মঘটকে সামনে রেখে পূর্ব বর্ধমান জেলার পরিবহন শ্রমিকদের জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সি আই টি ইউ অনুমোদিত মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় কালনা নতুন বাসস্ট্যান্ডে। কনভেনশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সি আই টি ইউ এর জেলা সভাপতি নজরুল ইসলাম। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন তুষার মজুমদার। আলোচনায় উঠে আসে---সংহিতার ১০৬ নং (১/২) ধারা প্রত্যাহার করার কথা। কারণ এই আইনে পরিবহন শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। এই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আগামী ৫ মার্চ পরিবহন ধর্মঘট কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কনভেনশন শেষে ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়ে কালনা নতুন বাসস্ট্যান্ডে স্লোগানমুখর একটি মিছিল হয়।

বিজয়চন্দ্-এর রাজ্যাভিষেক ও দুটি ঐতিহাসিক নিদর্শন

শ্যামসুন্দর বেরা

বছরের প্রতিটি দিনই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা কারণে ঐতিহাসিক। আঞ্চলিক বা স্থানিক ইতিহাসেও তেমনই কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য দিন থাকে। সেগুলি অবশ্য তেমনভাবে পরিচিতি পায় না। ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখটি বর্ধমানের আঞ্চলিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের এদিনই বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চন্দ্ মহতাব-এর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান রাজপরিবারের ইতিহাসে এটিই ছিল সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অভিষেক অনুষ্ঠান।

লাহোরের কোটলি মহল্লা থেকে ব্যবসা সূত্রে আসা পাঞ্জাবি পরিবারটি ধীরে ধীরে বৃহৎ জরিদারি গড়ে তোলে। মুঘল দরবার থেকে প্রথমে রাজা এবং পরে ব্রিটিশদের কাছ থেকে মহারাজা, মহারাজাধিরাজ ইত্যাদি উপাধি লাভ করে। মূল পরিবারের ধারাটি শেষ হয় ১৮৩২-এ তেজচন্দ্-এর মৃত্যুর পর। তারপর রাজা হন দত্তক হিসেবে নেওয়া দেওয়ান পরানচাঁদ কাপুরের পুত্র মহতাবচন্দ্ ওরফে চুনীলাল কাপুর। তাঁর পুত্রসন্তান না থাকায় রাজা হন তাঁর শ্যালক বংশগোপাল নন্দের পুত্র আফতাবচন্দ্ ওরফে ব্রহ্মপ্রসাদ নন্দে। তিনিও অপুত্রক ছিলেন। পরবর্তী উত্তরাধিকারী নিয়ে ভীষণ সংকট উপস্থিত হয় বর্ধমান রাজপরিবারে। আফতাবচন্দ্ দত্তক গ্রহণে যে শর্ত দিয়েছিলেন তা পূরণ না হওয়ায় রাজপরিবারের কর্তৃত্ব কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে চলে যায়। দত্তক পুত্র গ্রহণে তিনটি পক্ষ থেকে দাবি উঠে আসে। প্রথমত, রাজমাতা নারায়ণকুমারী এবং তাঁর ভ্রাতা বংশগোপাল নন্দে; দ্বিতীয়ত, নাবালিকা মহারানি বেনোদেয়ী দেবী এবং তাঁর পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ খান্না এবং তৃতীয় পক্ষ হিসেবে উঠে আসেন রাজা বনবিহারী কাপুর এবং তাঁর অনুগত কর্মচারীগণ। বিস্তর টালবাহানার শেষে পরবর্তী দত্তকপুত্র হিসেবে স্বীকৃতি পান বনবিহারী কাপুরের পুত্র বিজয়চন্দ্ মহতাব (বিজনবিহারী)। বিজয়চন্দ্-এর জন্ম ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর। আফতাবচন্দ-এর মৃত্যুর পর মহারানি বেনোদেয়ীদেবী বনবিহারী কাপুরের পুত্র বিজনবিহারীকে দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় মহারাজকুমার বিজয়চন্দ্ মহতাব্। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ১৯ অক্টোবর সাবালক হয়ে বিজয়চন্দ্ বর্ধমানের একাধিপত্য পান এবং রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান হয় ১৯০৩

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

মদন ঘোষ

বিশেষ স্মরণ সংখ্যার

আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করবেন

প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক

অমল হালদার

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪।। সময় : বিকাল ৪টে।

জাগরী সভাকক্ষ, গুডশেড রোড, বর্ধমান

পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা

আলোচক : ড. অঞ্জন বেরা

বিশিষ্ট মিডিয়া বিশেষজ্ঞ

উপস্থিত থাকবেন অরিন্দম কোঙার, অচিন্ত্য মল্লিক,

সৈয়দ হোসেন প্রমুখ শুভানুধ্যায়ীগণ।

এই সংখ্যায় লিখেছেন—বিমান বসু, হান্নান মোল্লা, অমিয় পাত্র, অঞ্জু কর, অরিন্দম কোঙার, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, সৈয়দ হোসেন, আভাস রায়চৌধুরী, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, পার্থ মুখার্জী, বিপ্লব মজুমদার সহ আরোও অনেকে।

সবারে করি আহ্বান

মূল্য : ২০০ টাকা।।

নতুন চিঠি

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

সন্দেশখালি ও রাজ্য রাজনীতি

সন্দেশখালিতে যা ঘটল এবং যা ঘটে চলেছে তার রাজনৈতিক তাৎপর্য সুগভীর। দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া রাজ্যের শাসকদল সম্ভবত সবচেয়ে বেশি বেকায়দায় পড়ে যখন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক রেশন দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। সরকারের অন্যতম কাজ খাদ্যনিরাপত্তার মাধ্যমে নাগরিকের বেঁচে থাকার অধিকার সুনিশ্চিত করা। তাদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে প্রশাসনের মদতে তা বাজারে চালান করে ঘুর পথে কোটি কোটি টাকা কামানো তাই এক রাজনৈতিক শঠতা হিসেবেই বিবেচ্য। এই ঘৃণ্য কাজ যে শাসকদল গত দশ বছর ধরে করে চলেছে, সেটা রাজ্যবাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। গণবণ্টনব্যবস্থা শহর-গ্রামের হতদরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম অবলম্বন। শাসকের লোভের লোলুপ জিভ তাকেও গ্রাস করেছে দেখে সব শ্রেণির মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাই কেলেঙ্কারি যাতে আরো ফাঁস না হয় তাই এই লুণ্ঠনকাণ্ডের অন্যতম সেনাপতি শেখ শাজাহানের বাড়ি তদন্তে যাওয়া কেন্দ্রীয় দলের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। আর সেই দুষ্কর্মকে 'মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ' বলে চালানোর চেষ্টা হয়।

কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। তদন্তকারীর সঙ্গে সহযোগিতা না করে তাকে আক্রমণ করা ছোট ঘটনা নয়। তাই সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা 'বেপাত্তা' হন। পুলিশ তাঁকে খুঁজে না-পেলেও অন্তরালে থেকে তিনি আগাম জামিনের জন্য আবেদন করতে থাকেন। বোঝাই যায় প্রশাসন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে নয়, নিরাপত্তা দিতেই তৎপর। স্বাভাবিক নিয়মেই দেওয়ালে পিঠ ঠেকা সাধারণ মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে, ভয় কেটে যায়। পথে নেমে আসেন শয়ে শয়ে মহিলা, প্রতিবাদে সরব হন, স্থানীয় তৃণমূলী গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে, তাদের রক্ষক পুলিশের বিরুদ্ধে, আর যাদের নির্দেশে পুলিশ কাজ করে সেই রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে। ক্রমশ প্রকাশ্যে আসে দলীয় মদতে কীভাবে ভেড়ির জন্য স্থানীয় মানুষকে আক্ষরিক অর্থে ভিটেছড়া করে তাদের জমি গ্রাস করেছে তৃণমূলের ভুঁইফোড় নেতারা, দরিদ্র পরিবারের নারীকে ভয় দেখিয়ে রাতে হাজিরা দিতে বাধ্য করেছে তাদের প্রমোদভবনে।

অর্থাৎ মাটির অধিকার,মায়ের সম্মান, মানুষের স্বার্থরক্ষা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে মা-মাটি-মানুষের কথা বলে ক্ষমতায় আসা রাজ্য সরকার। মানুষ নিজের অভিজ্ঞতায় আজ এটাও বুঝতে পারছে যে, সরকার মানুষের স্বার্থরক্ষা করতে পারেনি নয়, করেনি। কেননা সবাই বুঝছে দুর্নীতি উন্মোচন করতে নয়, দুর্নীতি ঢাকতেই আগ্রহী রাজ্য প্রশাসন। আরাবুলের বা উত্তম সর্দারের গ্রেপ্তার যে পরোক্ষে তাদের নিরাপত্তাপ্রদান আর মানুষের নজর ঘোরানোর অপচেষ্টা, সেটা মানুষের চেতনায় ধরা পড়ছে। তাই প্রতিবাদী মানুষকে থামানো যাচ্ছে না। গ্রামে ১৪৪ ধারা জারি করতে হচ্ছে, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখতে হচ্ছে। ভাতা আর অনুদানের পরিমাণ বাড়িয়ে যে মানুষকে চিরকাল বশে রাখা যায় না, বুঝছে তৃণমূল সরকার, টের পাচ্ছে প্রকৃত জনবিক্ষোভ কাকে বলে। মানুষের ক্ষোভকে ভাষা দেওয়া বিরোধীদের কাজ। বাম জমানায় নিজের সে ভূমিকা ভুলে দলনেত্রী আজ বিরোধী নেতানেত্রীদের ধরপাকড় করে অগণতান্ত্রিকভাবে মানুষের ক্ষোভে লাগাম টানতে চাইছেন। এতে হিতে বিপরীত হতে বাধ্য, কেননা মানুষের এই ক্ষোভ কোনো উস্কে দেওয়া ক্ষোভ নয়, নিজের হক বুঝে নেওয়ার জান-কবুল লড়াই। মিথ্যাপ্রচার আর চুনোপুঁটিদের বলি দিয়ে আর ড্যামেজ কন্ট্রোল করা যাবে না। সব মানুষকে সবসময়ের জন্য বোকা বানানো যায় না, এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

স্তালিন চর্চা প্রসঙ্গ

বিশ্বম্ভর মণ্ডল

১৮৭৯ সালের ২১ ডিসেম্বর স্তালিন জন্মগ্রহণ করেন। মা-বাবার দেওয়া নাম ছিল সোসো। বাবা জুতো তৈরির কাজের পাশাপাশি চাষাবাদের কাজও করতেন। মা একতারিনা, বাবা বিসারিয়োন কেউই লেখাপড়া জানতেন না।

অনেকেই আছেন যারা স্তালিনকে জানব জানব ভেবেও নানা কাজের চাপে জেনে উঠতে পারেননি। অল্প জানা বা না-জানার থেকে অনেক বিপদ আসে। যেমন---কেউ মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পারে তিনি ছিলেন স্বৈরতান্ত্রিক, কেউ বোঝানোর চেষ্টা করতে পারে তিনি এই বিশ্বের কল্যাণে যা করেছেন তার ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। ডান-বাম দুই পক্ষের এই মাথা টানাটানিতে নিজেদের বিশ্বাসকে মজবুত করার একমাত্র পথ তাঁকে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করা, তাঁর সময়কে নিবিড়ভাবে অনুধাবন করা। কাজটা জরুরি বুঝেও অনেকেই ফেলে রাখেন বছরের পর বছর। মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ সাহস করে শুরু করেন, আবার ধৈর্যের অভাবে আর নানা কাজের ভিড়ে ভেসে যায় অন্য কোন ঠিকানায়।

স্তালিনচর্চা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাতের উদ্দেশ্য একটাই। দক্ষিণপন্থী শিবিরের বা বাম শিবিরে লুকিয়ে থাকা দক্ষিণপন্থীদের মুখের কথায় ঝাল খাওয়া বন্ধ করে স্তালিনকে নিয়ে নিজেদের বোঝাপড়া নিজস্ব বৃত্তেই সমৃদ্ধ করার সম্ভাবনাগুলোকে মজবুত করা।

স্তালিনের ভাবমূর্তি সুচতুর ও সুকৌশলে কালিমালিপ্ত করে গিয়েছে যারা, সেই দক্ষিণপন্থী শক্তি ও তার দোসর বাজারি সংবাদমাধ্যম ভুল তথ্যের ভুলভুলাইয়াতে ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে মনের দখল নিতে শুরু করে দেয়। মনের দখলের সেই সুচতুর দক্ষিণপন্থী ছলাকলা খুব সচেতন ও সতর্ক না থাকলে টের পাওয়া যায় না। তাই হিটলার, মুসোলিনির মতো বিশ্ব সংসারের কুখ্যাত ঘাতকদের সাথে স্তালিনকে সমমর্যাদার আসনে বসিয়ে দেওয়ার সাহস পায় দক্ষিণপন্থী শক্তি।

স্তালিনকে ঘিরে ধারাবাহিক কুৎসার বিরুদ্ধে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে একসাথে সোচ্চারে গলা মেলানোর প্রয়োজন ছিল। বিতর্কে না জড়িয়ে নিরাপদে চলতে চলতে আর বাঁচতে বাঁচতে বিজ্ঞানের স্বভাবিক নিয়মেই স্তালিন সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ না জেনেও লোকের মুখের ঝাল খেয়ে দিব্যি ঘৃণা করেছি অনেকেই, ভালোবেসেছি অনেকেই, কিছুই বাসিনি অনেকেই। তাঁর কথা, তাঁর জীবন, তাঁর লড়াই, লেখা আর যাপনের সাথে সম্যক পরিচিত না হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি করা যায় কিনা সেটাও ভেবে দেখা হয়নি। সময় কোথায়! মাঠে ময়দানের আর নানা স্তরের আইনসভার গ্ল্যামারাস কাজের চাপ প্রাধান্য পেয়ে গেছে। ঘরে বসে জ্ঞানচর্চার অনুশীলনের কাজ করায় বিস্তর ঘাটতি এসেছে, তার পরিপূর্ণ সুযোগটা নিয়েছে বারবার দক্ষিণপন্থীরা।

জনগণ ছিল তাঁর কাছে চোখের মণির মতো, অথচ তাকে 'খুনি' ভাবমূর্তিতে কালিমালিপ্ত করা হয়েছে। প্রকৃত সত্যটা হলো—"তিনি বিশ্বাস করতেন সর্বক্ষণ জনসাধারণের কাছ থেকে শিখতে হবে। একজন নেতা যে-অসুখে আক্রান্ত হতে পারেন, তা হচ্ছে 'জনগণের ভয়ে ভীত'। (প্রাগুক্ত-পৃ-৩০) তাঁর সম্পর্কে দক্ষিণপন্থীরা নিবিড়ভাবে প্রচার করে দিয়েছেন যে তিনি ছিলেন একনায়ক। বাস্তবে তিনি কেমন ছিলেন? তিনি ছিলেন—"গভীর তাত্ত্বিক এবং পড়ুয়া হওয়া সত্ত্বেও, তিনি অন্যান্য প্রচারকের মতো মানুষের সামনে জ্ঞান ঝাড়া একেবারে পছন্দ করতেন না। ...তিনি জটিল তত্ত্বকে শ্রোতাদের স্তরে নেমে এসে, তাদেরই ভাষায় বলতেন। আজেবাজে ইনিয়েবিনিয়ে কথা বলার তাঁর সময় ছিল না।" (প্রাগুক্ত-পৃ-২৯) বিক্রি হয়ে যাওয়া পণ্ডিত ও কলমচিদের দিয়ে দক্ষিণপন্থীরা তাঁকে চিহ্নিত করেছেন একজন সন্ত্রাসবাদী হিসাবে। তাঁর সম্পর্কে প্রচারকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ না করলে মানুষের মনে হবে তিনি বোধহয় সন্ত্রাসবাদীদের দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। বাস্তবে "সোসো সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। মার্কসবাদ থেকেই তিনি আহরণ করেন বিপ্লবের জন্য সমস্ত শক্তির উৎস হচ্ছে জনসাধারণ। সেই জনসাধারণকে জাগরিত করাই হচ্ছে সবচেয়ে প্রধান কাজ"। (প্রাগুক্ত-পৃ-৩৫)

স্তালিনের মতো নেতা না থাকলে সোভিয়েতের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে পারত হিটলারের আক্রমণ থেকে নিজের দেশকে ও পৃথিবীকে রক্ষা করা। সেদিনের যুদ্ধে সোভিয়েতের বদলে হিটলার, মুসোলিনি জয়ী হলে সারা পৃথিবীর ইতিহাসটাই বদলে যেত। স্তালিনকে, স্তালিনের অবদানকে আড়াল করলে সমাজে, রাজনীতিতে যে অংশের মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে তারা তাদের সেই কুৎসা প্রচারের কাজ আন্তরিকভাবে সাফল্যের সঙ্গে করে চলেছেন ধারাবাহিকভাবে বছরের পর বছর। এর বিপ্রতীপে গড়ে তোলার দরকার ছিল তাঁকে নিয়ে সারা বিশ্বের সামনে সঠিক তথ্য তুলে ধরে ইতিবাচক চর্চার দরজা আরো খুলে দেবার। নতুন প্রজন্মের সাথে স্তালিনকে পরিচয় করানো হয়েছে কি আদৌ! এই কাজটাও জরুরি কারণ "স্তালিনের জীবনী শুধুমাত্র জ্ঞান বিকাশের একটা হাতিয়ারই নয়। বরং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তা আলোর বর্তিকা স্বরূপও"। (রাহুল সাংকৃত্যায়ন, স্তালিন, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, আগস্ট, ২০০৯, পৃ-)

তাঁর কথা বলার ভঙ্গি খুব সহজ-সরল এবং আকর্ষক ছিল। মার্কসবাদের বৈপ্লবিক তত্ত্ব কঠিন হলেও তিনি সহজ, সরল ও বোধগম্য ভাবে মানুষের মনে প্রোথিত করতে পারতেন। ভাষণ দেবার সময় তিনি প্রচুর উদাহরণ দিয়ে গল্পচ্ছলে বলতেন। তিনি চেষ্টা করতেন স্বল্প সময়ের ভাষণ দিতে। তবে আকারে ছোট হলেও তাঁর ভাষণগুলির গভীরতা ছিল মহাসাগরের মতো বিশাল। "ভাষণ দেবার যে-ভঙ্গি বা কলা, অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের ওঠানামা এবং নাটকীয়তা ইত্যাদি লেনিনের মতো কারও ছিল না। ভাষণ দেবার সময় তাঁর মন কেন্দ্রীভূত থাকত সমস্ত বিতর্ক এবং যুক্তির প্রতি—যেমন একটি ইমারত তৈরির সময় এক-একটি ইট সাজানো হয়, তেমনি তিনি যুক্তি সাজিয়ে এক সুন্দর পাকাপোক্ত ইমারত তৈরি করতেন। সাদামাটা ভাষণ এক ভিন্ন ধরণের শিল্পকলা (প্রাগুক্ত-পৃ-৪১)।

স্তালিন-বিরোধী প্রচারযন্ত্র দুবেলা বলে গেছে---যারা স্তালিনের পক্ষে বলেন বা লেখেন তারা রাজনীতি ছাড়া কিছু বোঝেন না, তারা একপেশে। আর যারা 'নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে পক্ষপাতদুষ্ট' তারা স্তালিনের একটা প্রশংসা করে (হয়ত লিখলেন তিনি দারুণ রান্না পারতেন ইত্যাদি) ১০০০টা গালাগাল করেন। এইভাবে চলতে চলতে একটা সময় এসে আমজনতার স্তালিনকে ভালো লাগে না, কারণ তাদেরকে সেই ভাবেই পড়ানো হয়েছে, তাদেরকে সেই ভাবেই চেনানো হয়েছে স্তালিনকে।

ঐতিহ্য বাঁচাতে পুতুল নাচের থিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : পুতুল নাচের ঐতিহ্যকে স্মরণ করাতে এবারকার কালনার সরস্বতী পুজোয় হাজির করানো হয়েছে পুতুল নাচের থিম। সবুজ সমিতি নামের একটি ক্লাব তাদের প্যান্ডেল সাজিয়েছে পুতুল নাচের পুতুল দিয়ে। এই ক্লাবের কর্মকর্তাদের দাবি পুতুল নাচের ঐতিহ্যকে যেমন মানুষকে স্মরণ করানো যাবে। পাশাপাশি পুতুল নাচ আবার চালু হলে, বাঁচবে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন। আমাদের সরস্বতী পুজোর থিমের এটাই আমাদের লক্ষ্য।

সাপ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : কালনা মহকুমা হাসপাতালের চত্বরের জঙ্গল থেকে একটি বিষধর সাপ উদ্ধার হয়। কালনা শহরের সাপ উদ্ধারে খ্যাত হয়ে ওঠা শিবেন সরকার জানান--সাপটির নাম চন্দ্রবোড়া। পৃথিবীর পাঁচটি বিষধর সাপের মধ্যে অন্যতম হলো এই চন্দ্রবোড়া। শীতের সকালে রোদে গা গরম করতে দেখা যায় এই সাপটিকে।

আঝাপুরে প্রায় ৫০টি গরু বোঝাই একটি ট্রাক আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : ইউ পি নম্বরের দশ চাকা কনটেইনারের মধ্যে নির্মম, অমানবিক ভাবে প্রায় ৫০টি গরু বোঝাই করে পাচার করার সময় স্থানীয় গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে গেল একটি ট্রাক। এই ঘটনায় উত্তেজনা তৈরী হয়েছে জামালপুর থানার আঝাপুর এলাকায় ১৯নম্বর জাতীয় সড়কের নিচে। জানা গেছে, এদিন দুপুর ১টা নাগাদ আঝাপুর পুলিশ ফাঁড়ির অদূরে জাতীয় সড়কের নিচে একটি কন্টেনার থেকে আরেকটি কনটেইনারে গরুগুলোকে তোলা হচ্ছিল। সেই সময় স্থানীয় গ্রামবাসীদের সন্দেহ হওয়ায় তারা গাড়িটিকে আটকে বিক্ষোভ শুরু করে। এরপরই ট্রাকটির চালক গাড়িটিকে ফেলে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, জাতীয় সড়ক দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভিন রাজ্য থেকে গরু পাচারের কাজ চলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চরম বিপাকে কালনার লঙ্কা চাষিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১১ ফ্রেব্রুয়ারি২০২৪ : লঙ্কা চাষে লাভ তো দূরের কথা, এই চাষে খরচই উঠবে বলে মনে করছেন না কৃষকরা। কারণ এমনিতেই কাঁচা লঙ্কার দাম তলানিতে, তার উপরে ঠিকমাতো কাঁচা লঙ্কা কিনতে বাইরের পাইকাররা আসছেন না। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন কালনার কৃষকরা। চিরাচরিত ফসল আলুর বিকল্প ফসল হিসাবে কয়েক বছর আগে এলাকায় শুরু হয়েছে লঙ্কার চাষ। তাতে কৃষকরা লাভ পেয়েছেন ভালোই। তাই লঙ্কা চাষকে অবলম্বন করে কৃষকরা বাঁচার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু এবছর লোকসানের মুখে লঙ্কা চাষ। এমনিতেই লঙ্কার দাম প্রতি কুইন্টাল চার হাজার থেকে নেমে এসেছে ১৭০০ টাকায়। তাতেও খরিদ্দার মিলে। তাই কৃষকদের এই চাষে অনীহা জন্মাচ্ছে। তারপর গোদের উপর বিষ ফোড়ার মতো প্রকৃতি, আবহাওয়া ও পরিবেশ অনুকূল নয়।

গুসকরায় পৌর পেনশনার্স সমিতি গঠিত

নিজস্ব সংবাদদাতা ১০ ফেব্রুয়ারি : অবসরপ্রাপ্ত পৌর কর্মচারীদের অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য লড়াই জারি রাখা, পাশাপাশি আর্থ সামাজিক কাঠামোতে শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম এবং কর্তৃপক্ষের সকল প্রকার অবিচার দমন পীড়ন, অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে পেনশনারদের রক্ষা করা এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার স্বার্থে গুসকরা মিলন-বিতান লাজে প্রথম সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গঠিত হলো গুসকরা মিউনিসিপাল পেনশনার্স সমিতির নতুন কমিটি। সম্মেলনের শুরুতে রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন আশিতিপর অবসরপ্রাপ্ত পৌরশ্রমিক সানন্দ লোহার। ১৯৮৮ সালে গুসকরা পৌরসভা গঠিত হবার পর আজ পর্যন্ত যত জন শ্রমিক কর্মচারী অবসর নিয়েছেন সেই সকল কর্মীবৃন্দের উপস্থিতিতে সম্মেলন উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য নেতা শ্যামা ঘোষ।

উপস্থিত ছিলেন পৌর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সি আই টি ইউ নেতা রাজেন্দ্র মোহন ঘোষ। সম্মেলন মঞ্চ থেকে সর্বসম্মত ভাবে আগামী দিনের জন্য প্রসাদ ঘোষ সম্পাদক, রতন বসু কোষাধ্যক্ষ ও দেবাশীষ গোস্বামী কে সভাপতি করে ১১ জনের কমিটি গঠিত হয়।

আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির নবম রাজ্য সম্মেলন।

রাজ্যসম্মেলনে বিভিন্ন জেলার প্রায় ২৭০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর বিভিন্ন জেলার ৪০ জন প্রতিনিধি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক বরেন মন্ডল। এদিন সম্মেলন থেকে ১২ দফা দাবী ওঠে। তাদের মধ্যে অন্যতম হল কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে আলুর সহায়ক মূল্য ঘোষণা করতে হবে। কমপক্ষে ৫ বছর একই ভাড়াতে হিমঘর রাখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে আলুবীজ খামার তৈরি করতে হবে। স্টোরে ওভারলোড করা কোনভাবেই যাবে না।

শিল্পকলার বিকাশপথে

শিবশঙ্কর কুণ্ডু

প্রকৃতির সৃষ্টিতত্ত্বে বহু যুগ ধরে বায়ুপ্রবাহ, তাপপ্রবাহ, বেগবান বারিপ্রবাহ পরিবেশে স্রষ্টা প্রকৃতির কোলে নিত্য নতুন বিশালাকায় ও ক্ষুদ্রাকায় জীবন, অদ্ভুতাকৃতি জীব ও উদ্ভিদ সৃষ্টির ধারা বহমান। প্রকৃতির সৃষ্টির সেইসব প্রাণময় নানা ধরনের জীব-উদ্ভিদে কীভাবে প্রাণ সঞ্চারণ হয়েছে তার সঠিক নির্ধারণ সকলের অজানা রয়ে গেছে। তবে সমুদয় সৃষ্টির শুরুতে সমগ্র পৃথিবীতে তাপ, বায়ু, জল মাটির আধারে সমস্ত প্রাণময় জীবের প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে। কালের পরিবর্তনে এক শ্রেণির ভূচর, খেচর, জলচর জীব নানা অবয়ব রূপে জীব থেকে ভূচরীয় জীব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষের অন্তরে প্রকৃতিদত্ত চৌদ্দটি ইন্দ্রিয় ভাবরূপ সৃষ্টি থেকে ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে সর্ব প্রকারের জীব জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা জীবনে বাঁচার তাগিদে খাদ্য ও নিরাপদ আশ্রয়ের অন্বেষণে যত্রতত্র বিচরণ করে প্রকৃতির কোলে-কন্দরে থাকার জায়গা করে নেয়। তখনকার বন্য মনোভাবের মানবের সুবুদ্ধি, পূর্ণ জ্ঞানের উন্মেষ হয়নি। তাই অন্তরিন্দ্রিয়ের ভাব দ্বারা ভালোমন্দ ও সঠিক ভাবে কর্ম করার বোধে কোনো চিন্তা মনে জাগ্রত হয়নি। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বাস্তব কর্মেন্দ্রিয়-নিয়মে জীবন চলত। প্রকৃতি-সৃষ্ট জীবন এই ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে জীবনে চলার সঙ্গে সঙ্গে জীবের অজ্ঞতা ও বন্য মনোভাব অর্থাৎ হিংসা-কলহ খুনোখুনি ভাবের সঞ্চারণে পরস্পরের মধ্যে ভয়াবহ বিপদে প্রাণনাশ হয়। সভ্যজগতে এখনও পর্যন্ত এই বন্যভাবধারা প্রচলিত রয়েছে। এছাড়া অন্য বিভিন্ন স্থানের অজানা জীবের সঙ্গে নিয়তই সংঘর্ষে স্থানচ্যুত হয়ে জীবননাশ হয়েছে। এই বন্য হিংস্র ভাবধারায় প্রকৃতির সকল রকমের জীবের মধ্যে সৃষ্টির শুরু থেকে বহু রকমে অঘটন ঘটে চলেছে।

সৃষ্টিতত্ত্বে আবহমান নানানভাবে এই ধরা অবিরাম সকল শ্রেণির জীবের জীবনপ্রবাহে জন্ম-মৃত্যু লীলা চলেছে এবং এই ধারার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সৃষ্ট সকল জীবের তুলনায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রভাবে সর্বগুণসম্পন্ন সুন্দর ও শ্রীময় অবয়ব রূপে মানুষ প্রকৃতির সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ রূপে বিরাজমান। প্রকৃতির সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে চৌদ্দটি ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে বহু পরে পূর্ণ জ্ঞানে মানুষ উন্নত চেতনায় নিজের চেষ্টায় পরস্পরের মনের ভাব বোঝাবুঝির বিনিময়ে কথা বলার ভাষা নিজেরাই সৃষ্টি করে। ফলে নিজেদের জীবন স্বাচ্ছন্দে চলার পথ সুগম হয়। পরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মানুষ নানা ভাষায় নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কথ্যভাষা সৃষ্টি করে। পরস্পরের আচরণের মধ্য দিয়ে উন্নত মেধাসম্পন্ন জ্ঞানী মানুষ নিজস্ব উন্নত শুদ্ধভাষা প্রবর্তন করেছে বহু পরে। মানুষ মনোভাবের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভাষার উচ্চারণ, শব্দের অনুসরণে বিচিত্র অক্ষর বা বর্ণের অবয়ব গঠনে লিখিত লিপিমালা সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন জাতির মানুষ নিজস্ব ভাষায় বিভিন্ন লেখ্যবর্ণের অবয়ব যা সৃষ্টি করেছে তা আজও সভ্যসমাজে প্রচলিত রয়েছে। এই ভাষার অক্ষরের আকার গঠনের সৃষ্টির বহু যুগ পূর্বে আদিম প্রস্তর যুগের বন্যভাবধারার মানুষ অবয়ব চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে কথা বলার মনের ভাব কর্মতে প্রকাশ করত। গাহাড়ের গুহার গায়ে বলিষ্ঠ রেখায় ও সাবলীল বর্ণবিন্যাসে অঙ্কিত চিত্রে মানুষের কলা ও কর্মের ভাব প্রকাশিত হত। প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব নিরীক্ষণে বোঝা যায়—সেই সময়কাল থেকে মানুষের মনে সৌন্দর্যবোধ, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য ও আনন্দদানে নারী-পুরুষ উভয়ে খুব অনুরাগী ছিল নৃত্যে ও সঙ্গীতে। এছাড়া তৎকালে মানুষ অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রভাবে প্রকৃতির অলৌকিক ভীতিপ্রদর্শনে অনুভূতিকে ধর্ম হিসেবে একাত্ম করে, মনকে সংযত করে, প্রকৃতির সৃষ্টিলীলাকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভয়ে ভক্তিতে অর্চন করত।

জীবনের ক্রমোবিকাশের মানুষ অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রভাবে ঈশ্বরের কৃপালাভে ক্রমোন্নত মন ও ভাব ধর্মের প্রতি গভীর মনোযোগী হয়ে প্রকৃতির কল্পিত রূপভাবে নানা দেবদেবীর প্রতীকী অবয়ব তৈরি করে এবং পাথর-নুড়িকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজার্চনা করত। ক্রমে সুশ্রী ও অপরূপ উন্নত সৃষ্টির অবয়ব ও শুদ্ধ জ্ঞানের বিকাশে মানুষ বহু উন্নত শৌখিন জীবন ও জীবিকা নির্বাহের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় অর্চনাদি ও উন্নত নানা শিল্পকলা চর্চায় মোহিত হত ভাবের আবেগে। এই ধারাবাহিকতায় বিশ্বে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মানবজাতি নিজস্ব উন্নত ভাব-মননে আরাধ্য দেবদেবীর নানা অবয়ব রূপের বৈচিত্র্যময় শিল্পকলা সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে, স্বর্ণময় ভারত মহাদেশে বহিরাগত বিভিন্ন জাতির মানুষের আগমনে, তাঁদের শাসনাধীন রাজত্বে উন্নত সভ্য সংস্কৃতির নিদর্শন বিভিন্ন যুগে শিল্পকলায় লক্ষিত হয়েছে। যেমন—আদিম সিন্ধু সভ্যতা যুগের পর মৌর্য, শুঙ্গ, কাণ্ব, অন্ধ্র, গুপ্ত, পাল-সেন, মুসলিম, মুঘল, রাজপুত, ইরাক, ইরান, পারস্য, গ্রিক, পরে ইংরেজ শাসনাধীন যুগে চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য শিল্প ও বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাবে আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে শিল্পকলা ও বিজ্ঞান চিন্তা ও ভাবের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। সমস্ত যুগের সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ফলে ভারত মহাদেশের নতুন নতুন উন্নত সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে, অন্যান্য সংস্কৃতির মধ্যে বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষা, সামাজিক ক্রিয়াকর্মে ও চারুশিল্পকলায় দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে প্রতীচ্য মিলনে। এই মহাদেশে চিত্রকলা-ভাস্কর্য কলার বিভিন্ন রূপ সৃষ্টির এত রকম সমাবেশের মতো আর অন্য কোনো দেশে দেখা যায় না। ভারতের ধর্মীয় উচ্চ মানের শিল্পকলা রূপ সৃষ্টিতে গভীর আবেগে অনুপ্রাণিত হয়ে চীন, জাপান ও ভারতের পবিত্র ধর্ম ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে চীন-জাপান ভারতের মন্ত্রশিষ্য ছিল। ধর্মীয় ভাবময় প্রভাবের সঙ্গে চিত্রকলা জড়িত ছিল। ভারতের বৌদ্ধধর্মের সাধনরীতি ও অনুশাসন গুণাবলী চীনের ধর্মকে ও রূপচিত্ররীতিকে বৌদ্ধধর্মের সাধন রীতি ও অনুশাসন গুণাবলী চীনের ধর্মকে ও রূপচিত্ররীতিকে প্রভাবিত করেছিল এবং তা চীন থেকে জাপানেও প্রচারিত হয়েছে।

বিশ্বে সমগ্র দেশের ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য-সমাজ পারস্পরিক প্রীতির আদানপ্রদানে বহু রকম রমণীয় জীবনধারা সৃষ্টি করেছে। মানুষ শুভবুদ্ধি ও জ্ঞান মনে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও খ্যাতির জন্য অপরূপ শিল্পকলা সৃষ্টি করেছে। তার সঙ্গে জীবন সংস্কৃতির উন্নতি হয়েছে। ভারত মহাদেশে পূর্বযুগে একের পর এক বহিরাগত ভিন্ন ভিন্ন জাতির শক্তিশালী প্রধান রাজার রাজত্বে কড়া শাসনাধীনে শান্ত, দুর্বল, পরাধীন মানুষ রাজার আদেশে ও প্রভূত সচ্ছল অনুদানে রাজার মনোমত শিল্পকলা কীর্তি সৃষ্টি করেছে। শিল্পকলা সৃষ্টিতে স্থানীয় স্বদেশি জ্ঞানী অভিজ্ঞ শিল্পীদের কোনো স্বাধীনতা তখন থাকত না। এদেশে আগত ভিন্ন ভিন্ন পরদেশি দেশের অমূল্য সম্পদ অপহরণের অভিপ্রায়ে ক্ষমতা প্রয়োগে নিজ নিজ কীর্তি স্থাপন করে দেশে চারুশিল্প কীর্তি শ্রীবৃদ্ধিতে প্রসারলাভ করেছে। এইসব উচ্চ মনের শিল্পকীর্তি সৃষ্টি ও স্থাপনায় পরদেশি শিল্পীরা স্বদেশি শিল্পীদের সঙ্গে সংঘবদ্ধতায় পরের রুচিমতো আদেশে নানা শিল্পসৃষ্টি করায় দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। শিল্পসৃষ্টিতে দেখা যায় একই ধর্মের চিত্রে ও ভাস্কর্যে বিভিন্ন অবয়বের আলংকারিক রূপ সৃষ্টি বিভিন্ন মন্দির স্থাপত্যে অলংকৃত হয়ে দেশের সর্বত্র বিরাজ করেছে। পরাধীন একমাত্র ভারত মহাদেশে নানা জাতির মানুষের

অবস্থানে দেশে নানা ধরনের যে-সব অপরূপ অমূল্য সৃষ্টি ও আকর্ষণীয় বিভিন্ন সংস্কৃতি প্রসারিত হয়েছে তা আর কোনো দেশে হয়নি। কিন্তু আদিকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত স্বদেশের নিজস্ব ঐতিহ্যগত সনাতন পবিত্র সেইসব শিল্পকলা সংস্কৃতির ধারাকে আজ ঔদাসীন্যে-অবজ্ঞায় ও অনাদরে সব হারিয়ে অন্যের অনুশাসনে আকর্ষণীয় সংস্কৃতিকে আন্তরিকতায় গ্রহণে গভীরভাবে বর্তমান সমাজবদ্ধ মানুষ মনোযোগী হয়েছে। ফলে দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি ঐতিহ্য বজায় থাকছে না। কিন্তু দেশের সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে, বিশেষ করে, চারুশিল্পকলা সৃষ্টি ভারতের নিজস্ব ভাবধারায় রচিত চিত্র ও ভাস্কর্য কলার সুখ্যাতি বিশ্বে আজও বিরাজিত আছে। কালক্রমে চিরাচরিত প্রকৃতিগত লোভী বহু রাষ্ট্রের ক্ষমতাধীনে ভারতীয় নিজস্ব সংস্কৃতির বহু পরিবর্তন ঘটায় বর্তমানে দেশের শিল্পীদের মানসিক চাঞ্চল্যে নিজ দেশের শিল্পধারাকে উপেক্ষা করে পররাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় পরদেশীয় ধারাতে শিল্প রচনায় মনোযোগী হতে হয়েছে। বিভিন্ন যুগে আগত এক এক দেশ বা রাষ্ট্রের শাসনে ভারতে শিল্পীদের সহযোগিতায় শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন এখনো বহু জায়গায় সংরক্ষিত আছে। কিন্তু পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের মনুষ্যসমাজ নিজস্ব রুচি ও দেশের সংস্কৃতি ধারা যাতে সব সময়ই বজায় রাখে, এটাই সকলের কাম্য। সনাতন সৃষ্টি তত্ত্বদর্শী ভারতে চিরাচরিত শাশ্বত ভাব সৃষ্টির ধারা আজও পরিবর্তনের যুগেও অপরিবর্তিত আছে। ভারত ছাড়াও অন্যান্য দেশেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যাবতীয় সংস্কৃতিতে সেই দেশের মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের সংস্কৃতিতে শিক্ষায়, কাজ-কর্মে ও শিল্পকলা সৃষ্টিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। বিশাল দেশ ভারতে সমৃদ্ধ বহু ভাষাভাষী ও জাতিভুক্ত মানুষের বাস। প্রত্যেকে জাতিভুক্ত মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন। সেই কারণে মানুষের আচার-আচরণে, শিক্ষা-দীক্ষা, রকমারি শিল্পকলা সৃষ্টি প্রভৃতি ভিন্ন রূপায়ণে মানুষ পরিচিত হয়েছে।

ভারত মহাদেশে প্রভূত অমূল্য সম্পদের হদিশ পেয়ে ইংরাজ শাসকদের আগমন ভারতে সর্বত্র সজ্জিত চারুকলা শিল্প পরিদর্শনে ও মানুষের ভদ্রোচিত আমায়িক আচরণে অভিভূত হয়ে, সনাতন শিল্পকলা সৃষ্টিধারার প্রতি লোভনীয় গভীর অনুরাগে শ্রদ্ধার সঙ্গে শিল্পস্রষ্টাদের উৎসাহিত করে। কিন্তু কিছু ইংরাজ মনীষী শিল্পীরা ভারতের চিত্র-ভাস্কর্যকলা পরিদর্শনে মুগ্ধ হয়ে শিল্পীরা ভারতের অমূল্য ফ্রেস্‌কো চিত্রকলার কপি করিয়েছিলেন। ইংরাজ মনীষী ব্যক্তি ও সৎ শিল্পীরা হলেন—বোম্বাই জে.জে. স্কুল অব আর্টের অধ্যক্ষ জন গ্রিফিথ্‌স ভারতের অজন্তা গুহার বিখ্যাত ফ্রেস্‌কো চিত্রাবলী কপি-করণে যশস্বী ছিলেন। অজন্তাচিত্রাবলী প্রসার হওয়ায় ঐতিহাসিক জেমস ফার্গুসনের অনুরোধে মেজর রবার্ট গিল্ প্রথম অজন্তা ফ্রেস্‌কো চিত্রাবলী কপি করেছিলেন এবং ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। অনুরূপভাবে কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব্ আর্টের অধ্যক্ষ আরনেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল (ই.বি. হ্যাভেল) ভারতে শিল্পের পুনরুজ্জাগরণের বিশ্ববিশ্রুত প্রবক্তা ও একান্ত অনুরাগী ছিলেন। পরবর্তী অধ্যক্ষ পার্সী ব্রাউন, লেডি হ্যারিংহ্যাম, জেমস্ ফার্গুসন, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীদের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় সনাতন ভাবধারায় শিল্পকলা সৃষ্টির স্রষ্টা ভারতের খ্যাতনামা শিল্পীদের ও অন্যান্য বিদেশি শিল্পীদের অনুশীলনে ভারতের শিল্পকলার প্রভূত উন্নতি হয়ে বিশ্বে খ্যাতি অর্জিত হয়েছে। ভারতে শেষ শাসক ইংরেজদের আগমনের বহু পূর্বে বহিরাগত বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের রাজত্বকালে ভারতে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রায় ও শিল্পীদের সুস্থ জীবনে শিল্পকর্মে তাঁদের বদান্যতায় বেশ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। পরেও ভারতে শিল্পকলা সংস্কৃতির পরম্পরাগত সৃষ্টি সম্পূর্ণ বজায় ছিল। ক্রমান্বয়ে ভারতে ইরাজদের আধিপত্য বিস্তারে পাশ্চাত্য (ইউরোপীয়) সংস্কৃতিধারার প্রসারে, পরাধীন ভারতবাসীদের দুঃস্থ জীবনধারা ও অসুখী যাবতীয় সংস্কৃতি ধারার পরিবর্তনে পাশ্চাত্য ভাবধারা আরোপণে তাঁরা নানাবিধ সুযোগ সুবিধা দিতেন। এমনকি—ভারতবাসীদের ধর্মান্তর গ্রহণে ক্ষমতা প্রয়োগে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করাতেন। সমগ্র ভারতবাসী নিজস্ব আরাধ্য পবিত্র হিন্দু সনাতন ধর্মকে সব সময় মনেপ্রাণে ভক্তিভরে পূজা উপাসনা করেছেন। ইংরাজদের এই চক্রান্তে ভারতবাসীরা সবসময়ই বিরোধিতায় আন্দোলন করেছে। তবে কোনো ধর্মকেও ভারত অবজ্ঞা করেনি। বরং এই ভারতের মাটিতেই হিন্দু-মন্দিরের পাশাপাশি মসজিদ, গীরস্থান, গির্জা এবং বিভিন্ন জাতির খ্যাতনামা মানুষের নামে বড়ো বড়ো সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ভিন্ন জাতির সৃষ্ট শিল্পকলা সংস্কৃতিক মর্যাদায় নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষিত হয়েছে। ভারতে বসবাসকারী ইংরেজদের সাহচর্যে ভারতবাসীরা বহুভাবে উপকৃত হওয়ায় বিদেশীয় জীবনধারা অনুসরণে স্বদেশীয় জীবনধারা রুচির ও মনোভাবের বহু পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু পরে ইংরেজ শাসকবৃন্দ কৌশলে নানাভাবে স্বাচ্ছন্দ্য-সুযোগ দেওয়ার প্রলোভনের মাধ্যমে এবং ভারতবাসীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভারতের ওপর নানাভাবে আধিপত্য প্রসারের জন্য নানা কারণে ভারতবাসীদের ওপর সামাজিক অত্যাচার নামিয়ে আনে। ফলে ভারতবাসীরা চিরাচরিত স্বদেশপ্রীতিতে দেশকে রক্ষা করার জন্য একত্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। বহুকাল পর্যন্ত দেশের মাটিতে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-সংগ্রামে বহু লোকক্ষয়ে আরও জোরালো সংগ্রামের অবসানে চিরবিচ্ছেদে ইংরেজ রাজত্ব ভারতের মাটি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট এবং এদেশ স্বাধীনতালাভে সমর্থ হয়। এরপর আর কোনো পরদেশীর মনে ভারতে রাজত্ব ও প্রভুত্ব স্পৃহায় আগমনে কোনোরকম সাহস হয়নি।

কালের গতিতে সমগ্র বিশ্বে যা কিছু পরিবর্তন ঘটে, সবই স্রষ্টা প্রকৃতির নিয়মে আগমন ও বিসর্জন হয়। প্রতিনিয়ত প্রকৃতির নিয়মে সৃষ্টি ও মৃত্যুধারার মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে নবযুগের সূচনা হয়েছে। প্রতি যুগেই মানুষের উন্নত মনে নতুন নতুন চিন্তাধারায় জীবন প্রবাহে সুখ-দুঃখ আনন্দ চলতে থাকে। আধুনিক কালের প্রভাবে উন্নত মনুষ্যসমাজে সংস্কৃতিতে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে নানা রুচির-অরুচিকর বিশৃঙ্খলায় বিকৃত রূপ ধারণে নিজস্ব শাশ্বত সংস্কৃতি ধারা আর বজায় না থাকায় আকর্ষণীয় আন্তর্জাতিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ধারার প্রভাব বিস্তারে স্বদেশের সনাতন নিজস্ব সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করে বর্তমান সমাজ লোভনীয় ও দর্শনীয় নতুন পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে জীবন অতিবাহিত করছে। ফলে দেশে নিজস্ব সনাতন সকল সৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের বিকৃত সৃষ্টিরূপ পরিগ্রহ করেছে। এমনকি মানুষ স্বদেশের নিজের মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে ও দেশের সংস্কৃতিকে ত্যাগ করে প্রতীচ্য-পরদেশীয় ভাষাকে সাদরে গ্রহণ করেছে এবং ভারতে স্বদেশীয় ভাষা ও যাবতীয় কৃষ্টি ত্যাগ করে অতি আধুনিকতায় প্রতীচ্য সভ্যজাতির কৃষ্টিকে সযত্নে পরিচর্যায় অনুসরণ করে সাহেবিয়ানায় মশগুল হয়ে জীবনযাপন করছে। তবে যে দেশে যে সংস্কৃতি ধারা প্রচলিত আছে তাকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করে বজায় রাখাই সকল দেশের মানুষের প্রকৃত ধর্ম ও কর্তব্য। কিন্তু বর্তমানে মানুষ বিমূঢ়তায় আকর্ষণীয় বিদেশীয় সংস্কৃতির প্রভাবে স্বদেশী ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিধারার প্রভূত অবনমিত হয়েছে। এছাড়াও জনজীবনে বিচিত্র রূপ লালনের মধ্যে মানুষের শুদ্ধ মনের ভাবাবেগে স্বদেশীয় সনাতন সৌন্দর্যে ঐতিহ্যময় চারুশিল্পকলার রূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও আজ অবলুপ্ত হয়েছে। স্বদেশের মহান পূর্বপুরুষ খ্যাতনামা শিল্পীদের সৃষ্ট ভারতের সনাতন শিল্পকলা ঐতিহ্যকে অবজ্ঞায় হারিয়ে সম্পূর্ণ আধুনিক বিকৃত ও রুচির পাশ্চাত্য নীতি-পদ্ধতির অনুসরণে ও অনুকরণে অত্যাধুনিক শিল্পকলা সৃষ্টি করে দেশের আধুনিক উঠতি শিল্পীরা প্রকৃত অজ্ঞতায় মজে গিয়ে স্বদেশের পবিত্র শিল্পকলা ধারাকে কলুষিত করছে। বর্তমান কালের এই অরুচিকর আধুনিক বিকৃত-বিমূর্ত শিল্পধারার শিল্পকলা দর্শনে শিল্পপ্রেমী সাধারণ মানুষের এই ধরনের বিমূর্ত শিল্পকলা দর্শনে আর মন চায় না। ভাবীকালে মানুষের মনে অরুচিতে এই বিমূর্ত শিল্পকলার ধারার প্রসার একসময় বিলুপ্ত হবেই প্রকৃতির নিয়মে। সৃষ্টিলীলায় আবার কোনো নতুন ভাবধারার শিল্পকলা রূপ সৃষ্টির রীতি-পদ্ধতি সৃষ্টি হয়ে প্রসারী হবে।

সমুদ্রগড়ে বাজেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : প্রাদেশিক কৃষকসভার পূর্বস্থলী - ১ আঞ্চলিক কমিটি ও বিভিন্ন গণসংগঠনের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদে এদিন সন্ধ্যায় অবরোধ, মিছিল, পথসভা এবং বাজেটের নকল কপি পোড়ানো হয়। এর বিরুদ্ধে আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারি রাজ্যজুড়ে গ্রামীন বন্ধ, জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান, আইন অমান্য কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আমজনতার স্বার্থে এই কর্মসূচি সর্বাত্মক সফল করতে হবে।

বিকল্প কৃষিতে পথ দেখাচ্ছে ভরত মালিক

নিজস্ব সংবাদদাতা ৭ ফেব্রুয়ারি : চিরাচরিত আলু, ধান, পাট, পেঁয়াজের মত চিরাচরিত ফসলের পরিবর্তে বিকল্প ফসলের পথ দেখাচ্ছেন ভরত মালিক। কালনা ২ ব্লকের কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সর্বমঙ্গলা গ্রামের এই কৃষক চিরাচরিত ফসলের পরিবর্তে বিকল্প ফসলের চাষ শুরু করেছেন। তাতে তিনি নিজেও লাভবান হচ্ছেন এবং ক্ষেতমজুরদেরও বাড়তি কাজ দিতে সক্ষম হচ্ছেন। বামফ্রন্টের বিকল্প কৃষির ভাবনাকে আঁকড়ে ধরেই পূর্বস্থলী ১ ও ২ ব্লক কৃষিতে অনেকটাই উন্নতি করেছে। কিন্তু কালনা ১ ও ২ এবং মন্তেশ্বর ব্লক এখনো পর্যন্ত সেই ভাবে বিকল্প ফসল চাষে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেনি। ফলে অর্থনৈতিকভাবে এই ব্লকগুলির কৃষকরা অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছেন। এই অবস্থা থেকে বেরোতে ভরত মালিকের মতো কোনো কোনো কৃষক বিকল্প ফসলের চাষ করতে শুরু করেছেন।

চরম সমস্যা সৃষ্টি করছে পাটকাঠি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : পাট ছাড়িয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া পাটকাঠি চরম সমস্যায় ফেলেছে বেহুলা নদীকে। পরিবেশবিদদের মতে এতে নদীর স্বাভাবিক বহতাকে বাধা দিচ্ছে এবং পাটকাঠি পচে দূষণ ছড়াচ্ছে। এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক আশুতোষ পালকে জানানো হয়। তিনি বলেন—পাটকাঠি ফেলে এইভাবে নদীর বহতাকে বাধা ও দূষণ ছড়ানো অনুচিত। ফেলে দেওয়া পাটকাঠিগুলিকে কাজে লাগাতে পারলে কৃষকদের ভালো হবে এবং নদীও বাঁচবে।

পরীক্ষা দিতে গিয়ে পরীক্ষার্থী নিখোঁজ

নিজস্ব সংবাদদাতা ৭ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে ৬ ফেব্রুয়ারি নিখোঁজ হয়ে যায় একজন পরীক্ষার্থী। এই নিখোঁজ পরীক্ষার্থীর বাড়ির মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত পিপলন গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলজোড়া গ্রামে। পিপলন উচ্চ বিদ্যালয়ের এই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কুসুমগ্রামের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে যায়। কিন্তু স্কুল থেকে তার বাবাকে জানানো মেয়ে পরীক্ষা দিতে আসেনি। খোঁজাখুঁজির পর পরীক্ষার্থীর বাবা মন্তেশ্বর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে। পুলিশ এদিন সন্ধ্যাবেলায় কুসুমগ্রাম এলাকা থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া পরীক্ষার্থীকে উদ্ধার করে। তাকে কালনা আদালতে পাঠানো হয়।

সি পি আই (এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা ৮ ফেব্রুয়ারি : সিপিআইএমের মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটি এলাকার পার্টি সদস্য বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জীর (৬২) জীবনাবসান হয়েছে। তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন। সুগার ফল করে বর্ধমানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃতদেহ মন্তেশ্বরের জামনা গ্রাম পঞ্চায়েতের কানপুর গ্রামের নিজের বাড়িতে নিয়ে এলে সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানান সি পি আই (এম) নেতা কর্মীরা। মানুষের স্বার্থে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাওয়া এই মানুষটির মৃত্যুতে এলাকার মানুষ মর্মাহত, বেদনাহত।

এক্সপ্রেস ট্রেনের ভিআইপি চোর গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : ট্রেনের এসি কামড়ায় টিকিট কেটে যাত্রী সেজে যাত্রীদের ব্যাগপত্র চুরি করা ভিআইপি চোর গ্রেপ্তার হয়। ধৃত সারভান সাহার বাড়ি ঝাড়খণ্ডের বারহাওড়ায়। আদালতের নির্দেশে তাকে নিজেদের ৫ দিনের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে দই রেল যাত্রীর খোওয়া যাওয়া বেশ কিছু জিনিসপত্র উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে যাত্রীদের আধার কার্ড, ব্যাগ এবং কিছু টাকা। রেল পুলিশের একজন আধিকারিক জানান, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা দলকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

নিরাপদ সর্দারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মিছিল

—প্রথম পাতার পর

বাজেটের বিরুদ্ধে ডি ওয়াই এফ আই এর প্রতিবাদসভা এবং মোদি মমতার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। যুবনেতা মনসীজ হোসেন ও কৃষক নেতা অমিতাভ মন্ডল বক্তব্য রাখেন।

সিপিআইএমের কালনা শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে কালনা শহরে প্রতিবাদ মিছিল হয়। সন্দেশখালির মা-বোনদের উপর অত্যাচারকারী তৃণমূলী দুষ্কৃতিদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষকদের জবর দখল করা জমি ফেরত দিতে হবে। জমি আন্দোলনের নেতা প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দারের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন স্বপন ব্যানার্জি, কেশব চন্দ্র ঘোষ, আলোক রায় প্রমুখ।

পাখি-চোখ-৬৪

রত্না রশীদ

রামলালা দর্শন যে এত হ্যাপার কে জানতো! ভক্তিমতী দিদির পাল্লায় পড়ে কী যে বিপদে পড়েছি। 'রামলালা ট্রাভেলস্' তো দিদির কাছে আগে ভাগেই 'পারানির কড়ি' গুনে গেঁথে পকেটস্থ করে নিয়েছে। এক-এক দল (দুই/তিন/পাঁচ) পিছু এক-একজন ট্যুর গাইড অর্থাৎ পাণ্ডা গুঁজে দিয়েছে। অন্যগুলো কেমন জানি না, আমাদেরটা রামকিপ্টে। বিনা পয়সায় একটা গাছ-পাথরকেও প্রমাণ করতে চাইলেও প্রণামি গুনে নিচ্ছে রামলালার কাছে পাঠিয়ে দেবে বলে। তো, আমরা রামলালার কাছেই যদি—হেথায় হোথায় প্রণামী দেবো কেন? আমার দিদি আমার প্রশ্নে কর্ণপাতও করলো না,—টাকা আছে, গাছে-পাথরে ঢেলে গেল। প্রণালী দিল—কিন্তু পেসাদ পেল না।

আমার ভক্তি-টক্তি নেই, সময়ে সময়ে ঠিক খিদে পায়। 'রামলালা' নিজের খাবার যোগাড় করে নিয়ে হাজার হাজার মন দুধ, ঘি, প্যাড়া, মিষ্টান্ন, ক্ষীর, রাবড়ি, খাজা, গজা, পোলাও আরো কত কী সব টিভিতে দেখাচ্ছিল আমি নাম জানি না। খাদ্যদ্রব্যের সম্ভার! রামলালা ক্ষত্রিয়। অতো ঘি-মাখন ছানা দুধ ভোগ করে তার ক্ষত্রিয় ধর্ম এমনিতেই 'গয়া'-কাছাকাছি ভক্তদেরও তো ভোগের পোয়া বারো। রাম-পাবলিক খুশ্ তো হবেই। আমাদের মতো আম-পাবলিকের জন্য বরাদ্দ এই ভোগের বদলে দুর্ভোগ। দিদি আমার পরম ভক্তিতে ডগমগ—ওর তো যত উপোষ ততো পুণ্যি। পারফেক্ট ভারতীয় মহিলা। 'যতো খায় বেত, না পায় বেতন তবু না চেতন মানে'। এমন এক পুণ্যাকাঙ্ক্ষীর সফরসঙ্গী হওয়া কোন্ জন্মের দুষ্কর্মের শাস্তি, কে জানে! আমি জন্মান্তরবাদ মানি না যদিও।

যাক্ ভ্রমণে ফিরি। 'মন চলো যাই ভ্রমণে/কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে।' এই গান পুরনো, আধুনিক ভারতবর্ষে ভক্তি ও ভগবানের ডাইমেনশন পাল্টে গেছে—রামলালা—রামলালা—রামলালা। গোটা ভারত জুড়ে এখন রাম-জ্বর।

(চলবে)

বিজয়চন্দ-এর রাজ্যাভিষেক ও দুটি ঐতিহাসিক নিদর্শন

—প্রথম পাতার পর

খ্রিস্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি। বিজয়চন্দ্রের রাজকীয় অভিষেকের দুটি নিদর্শন বর্ধমানের মানুষ চাক্ষুষ করতে পারেন—একটি হল কার্জন গেট এবং অন্যটি রাজ্যাভিষেকের তৈলচিত্র।

কার্জন গেট : বর্ধমানের মূল আইকন হল কার্জন গেট। এটির নির্মাণপর্ব ১৯০২-০৩ খ্রিস্টাব্দ। মহারাজা বিজয়চন্দ্র তাঁর রাজ্যাভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে এই স্থাপত্যটি নির্মাণ করান। সেই অভিষেক অনুষ্ঠানে রাজঅতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন জর্জ নাথানিয়েল কার্জন। কথিত আছে যে তাঁর আগমন উপলক্ষেই এই স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল। তবে কোনো কালেই এই ঐতিহাসিক স্থাপত্যটির নাম 'কার্জন গেট' ছিল না। প্রথমে নাম ছিল 'স্টার অব ইন্ডিয়া'। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে স্থাপত্যটির নাম হয় 'বিজয় তোরণ'। কিন্তু আমজনতার কাছে এটি 'কার্জন গেট' নামেই বেশি পরিচিত। উল্লেখ্য, কার্জন কিন্তু রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে আসেননি। এসেছিলেন ছোটোলাট। কার্জন বর্ধমানে এসেছিলেন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে।

কার্জন গেট জি.টি. রোড ও বিজয়চন্দ্র রোড (বি.সি. রোড)-এর সংযোগস্থলে অবস্থিত। এটির নির্মাণকুশলীদের আনা হয়েছিল ইতালি থেকে। স্থাপত্যগত দিক থেকে ৬৫ ফুট উঁচু এই তোরণের সামনের দিকে পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি করে চারটি এবং পিছনের দিকেও অনুরূপ চারটি—অর্থাৎ মোট আটটি 'করিন্থিয়ান পিলার' আছে। আটটি পিলারকে যুক্ত করেছে এবং ধরে রেখেছে একটি আর্চ। স্থাপত্যের একেবারে ওপরের মাঝে আছে তিন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা তিনটি নারীমূর্তি। প্রথমে এগুলি ছিল না। পরে বসানো হয়। মূর্তিগুলির হাতে আছে তরবারি, নৌকো এবং শস্যের আঁটি। এগুলি কৃষি ও শিল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের বার্তাবহ। আর্চের মাথায় সামনে এবং পিছনের দু-দিকেই দুটি করে এবং তার ওপরে দুদিকে মোট একুশটি করে বৃত্তাকার মোটিফ আছে এবং প্রতিটি বৃত্তের মাঝে একটি পঞ্চমুখী তারা চিহ্ন আছে। দুই বড়ো বৃত্তে গোল করে লেখা আছে 'Heaven's Light—Our Guide'।

রাজ্যাভিষেকের তৈলচিত্র : বিজয়চন্দ্র-এর ঐতিহাসিক রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানকে তৈলচিত্রের মাধ্যমে ধরা আছে। বিশাল মাপের (ফ্রেম সহ : দৈর্ঘ-প্রস্থে ২৬২ x ৫০৬ সেমি এবং ফ্রেম ছাড়া : দৈর্ঘ-প্রস্থে ২১৬ x ৪৫৮ সেমি) রাজ্যাভিষেক দৃশ্যটি চিত্রায়িত করেছিলেন ডেনিস শিল্পী হিউগো ভি পেডারসন। তৈলচিত্রটি অবশ্য ১৯০৩ সালে আঁকা হয়নি। অভিষেক অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র থেকে ১৯০৬-০৭ সালে তৈলচিত্রটি আঁকা হয়। রাজকীয় সেই অনুষ্ঠানে ইংরেজ সরকারি পদস্থ ব্যক্তিবর্গ, দেশীয় জমিদার সহ সংস্কৃতিবান ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। চিত্রের নিচের বাঁদিকে চকদিঘির ঠাকুর রাজা ললিতমোহন সিংহরায়, তৎকালীন মোহন্ত অস্থলের অধ্যক্ষ প্রমুখের উপস্থিতি স্পষ্ট। একেবারে বাঁ-দিকের মাঝামাঝি জায়গায় মুখ বাড়িয়ে আছেন স্বয়ং চিত্রকর। চিত্রের মুখ্য দুই চরিত্র হলেন বিজয়চন্দ্র এবং তাঁর পিতা বনবিহারী কাপুর। পেডারসেনের আঁকা তৈলচিত্রটি ছিল মহতাব মঞ্জিলের অ্যাসেম্বলি হলে। দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শিল্পকর্মটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেটি নামানোর সময় ভেঙে যায়। ১৯৯৭-২০০৭ সময়পর্বে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সংরক্ষণ অ্যাধিকারিকদের চেষ্টায় বহু অর্থের বিনিময়ে এবং অক্লান্ত চেষ্টায় সেটির পুনর্নির্মাণ করা হয়। যাঁরা পুনর্নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে মৈনাকশংকর রায়, সুজিতশংকর রায়, অরুণ ঘোষ প্রমুখ। পুরোনো ফ্রেমটি একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মেহগনি কাঠের নতুন ফ্রেম তৈরি করে পুনস্থাপিত তৈলচিত্রটি স্থান পায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্নশালা চিত্রবীথির দোতলায়। মিউজিয়ামে আসা মানুষজন বিস্ময়ে অভিভূত হন শিল্পকর্মটি দেখে।

সংগ্রহে রাখার মতো বই

পাওয়া যাবে বর্ধমান বইমেলায়

১৬-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

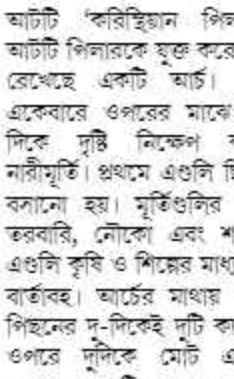

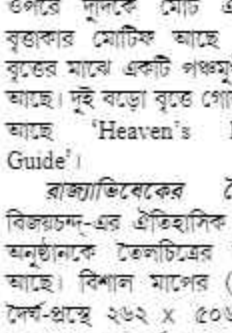

বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, মূল্য—৩০০ টাকা

প্রতিবাদে প্রতিরোধে কালনা, মূল্য—৩৫০ টাকা

'বিপ্লবী হরেকৃষ্ণ কোঙার', মূল্য—৩০০ টাকা

প্রকৃতি, মানুষ ও বিবর্তিত বাজার ব্যবস্থা

মূল্য ২০০ টাকা

গ্রন্থগুলি পাওয়া যাচ্ছে—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ ও 'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তর, ৬২ বি সি রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমানে।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu)

E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা